উপসর্গ

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শব্দ থেকে নতুন শব্দ তৈরি হয়। উপসর্গ নতুন শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়া। উপসর্গগুলো বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* উপসর্গের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
* বাংলা ভাষায় উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
* উপসর্গ কত প্রকার ও কি কি তা লিখতে পারবেন।

সংজ্ঞা :

বাংলা ব্যাকরণে কতগুলো অব্যয়বাচক শব্দাংশ আছে যার নিজস্ব কোন অর্থ নেই কিন্তু অন্য শব্দের পূর্বে বসে সেই শব্দটিকে নতুন শব্দে পরিণত করে, এগুলোকেই উপসর্গ বলে।

উপসর্গ ব্যবহারের ফলে শব্দে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয়।

১. নতুন শব্দ গঠন করে।

২. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়।

৩. অর্থের বিশিষ্টতা দান করে।

৪. অর্থের সঙ্কোচন ঘটায়।

৫. অর্থের সম্প্রসারণ ঘটায়।

অধি, বি, প্র, অপ, উপ, পরি, কু ইত্যাদি অব্যয় বাচক শব্দই উপসর্গ।

নিচের উদাহরণ দিয়ে দেখানো হল উপসর্গগুলো কিভাবে নতুন শব্দ তৈরি করে।

উপসর্গ	শব্দ	নতুন শব্দ	পরিবর্তন
প্র+	ভাত =	প্রভাত	সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক শব্দ
প্র +	গাঢ় =	প্রগাঢ়	অর্থের সম্প্রসারণ
অপ +	মান =	অপমান	সঙ্কোচন
কদ +	বেল =	কদবেল	বিশিষ্টতা
পরি +	পূর্ণ =	পরিপূর্ণ	পূর্ণতাজ্ঞাপক

একই শব্দ ভিন্ন উপসর্গ ব্যবহারে কিভাবে নতুন শব্দ গঠন করে নিচে দেখুন :

উপসর্গ	শব্দ	নতুন শব্দ
প্র+	হার =	প্রহার
বি +	হার =	বিহার
উপ +	হার =	উপহার
পরি +	হার =	পরিহার
অনা +	হার =	অনাহার

উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোন অর্থ নেই। কিন্তু শব্দের পূর্বে বসে শব্দের অর্থের পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে। ফলে একই শব্দ থেকে বিভিন্ন শব্দ তৈরি হয়। ফলে ভিন্নার্থক এবং বিশিষ্টার্থক নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এজন্যেই বলা হয়, "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

বাংলা ভাষার তিন প্রকার উপসর্গ আছে:

১. খাঁটি বাংলা উপসর্গ:

২. তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ:

৩. বিদেশী উপসর্গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। উপসর্গ বলতে কি বোঝায়?

ক. ধাতুযুক্ত শব্দ

খ. অব্যয়বাচক শব্দাংশ যা শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ গঠন করে।

গ. বিভক্তিযুক্ত শব্দ

ঘ. যা শব্দের পরে বসে

২। 'প্র' উপসর্গ 'ভাত' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে তাতে অর্থের

ক. সম্প্রসারণ ঘটেছে | খ. অর্থের সঙ্কোচন ঘটেছে

গ. অর্থের পরিপূর্ণতা এসেছে | ঘ. সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ

৩। বাংলা ভাষায় উপসর্গ কয় প্রকার?

ক. দুই | খ. তিন

গ. চার | ঘ. ছয়

৪। বাংলা ব্যাকরণে কোন উপসর্গ নেই?

ক. সংস্কৃত | খ. তদ্ভব

গ. বিদেশী | ঘ. দেশী

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন :

উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু -------------- আছে।

৬। 'কার শব্দটিকে পাঁচটি ভিন্ন উপসর্গ যোগে নতুন শব্দ তৈরি করুন।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। খ ২। ঘ ৩। খ ৪। খ ৫। অর্থদ্যোতকতা

৬. উপ+কার = উপকার

বি+কার = বিকার

প্র+কার = প্রকার

আ+কার = আকার

অধি+কার = অধিকার।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বাংলা উপসর্গ কাকে বলে তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
* বাংলা উপসর্গ কয়টি এবং এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে লিখতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের বহু অসংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত উপসর্গের মত কতগুলো অব্যয়বাচক শব্দাংশ শব্দের আগে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই শব্দাংশগুলোর স্বতন্ত্রভাবে তেমন কোন অর্থ প্রকাশ করে না; কন্তু অর্থযুক্ত শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করতে সাহায্য করে। এই অব্যয়বাচক শব্দাংশগুলোকে বাংলা উপসর্গ বলে।

সংজ্ঞা

যে বাংলা অব্যয়বাচক শব্দাংশগুলো শব্দের পূর্বে বসে অর্থবোধক নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বাংলা উপসর্গ বলে।

খাঁটি বাংলা উপসর্গ মোট ২১টি।

উপসর্গগুলো হল : অ, অনা, অঘা, অজ, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ্, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সু, ব, হা। নিচে উপসর্গগুলোর প্রয়োগ দেখুন এবং নিজে আরও নতুন শব্দ যোগ করতে চেষ্টা করুন।

উপসর্গ	কোন অর্থে ব্যবহৃত	শব্দ	নতুন শব্দ
অ	খারাপ বা নিন্দিত অর্থে না অর্থে ক্রমাগত অর্থে	কাজ, পয়া, ঘাটা, জানা, চেনা, দেখা, চল, ঝর, ফুরন্ত, ঘোর	অকাজ, অপয়া, অঘাটা, অজানা, অচেনা, অদেখা, অচল, অঝর, অফুরন্ত, অঘোর ইত্যাদি।
অনা	অভাব অর্থে নিন্দিত অর্থে	বৃষ্টি, আদর, আকার	অনাবৃষ্টি, অনাদর, অনামা, অনাকার, অনাচার, অনাসৃষ্টি ইত্যাদি।
অঘা	বোকা অর্থে	রাম, চণ্ডী	অঘারাম, অঘাচণ্ডী ইত্যাদি।
অজ	মন্দ অর্থে	পাড়াগাঁ, পুকুর, মূর্খ	অজপাড়াগাঁ, অজপুকুর, অজমূর্খ ইত্যাদি।
আ	না অর্থে নিন্দা অর্থে	লবণহীন, ধোয়া, বাছা, কাড়া, কার, গাছ, কথা	আলুনি, আধোয়া,আবাছা, আকাঁড়া, আকার, আগাছা, আকাট, আকথা ইত্যাদি।
আড়	বাকা অর্থে	চোখে, কথা	আড়চোখে, আড়কথা ইত্যাদি।
আন	না বাচক, বিচলিত অর্থে	কোরা, সেলাই	আনকোরা, আনসেলাই, আনচান, আনমনা ইত্যাদি।
আব	অস্পষ্টতা	ছায়া, ডাল	আবছায়া, আবডাল ইত্যাদি।
ইতি	পুরনো অর্থে	পূর্বে, হাস, কথা	ইতিহাস, ইতিপূর্বে, ইতিকথা ইত্যাদি।
উন	কম	পাঁজর, বর্ষা, কিশোর, কম	উনপাঁজর, উনবর্ষা, ঊনিশ ইত্যাদি।

কদ	খারাপ অর্থে	আচার, অর্থ, বেল	কদর্থ, কদাচার, কদবেল ইত্যাদি।
কু	কুৎসিত/খারাপ অর্থে	কাজ, অভ্যাস, কথা	কুকাজ, কুঅভ্যাস, কুকথা, ইত্যাদি।
নি	নেই অর্থে	টোল, খোঁজ, খুঁত, ভাজ	নিটোল নিখোঁজ, নিখুঁত, নিভাজ ইত্যাদি।
পাতি	ছোট অর্থে	হাঁস, কাক, নেতা	পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতিনেতা ইত্যাদি।
বি	নিন্দা বা না অর্থে	পথ, ফল, জোড়, ভুঁই, কল	বিপথ, বিফল, বিজোড়, বিভুই, বিকল ইত্যাদি।
ব	নিরেট মুর্খ অর্থে	কলম	বকলম, বখাটে ইত্যাদি।
ভর	পূর্ণ	পেট, দুপুর, সাঁজ, পুর	ভরপেট, ভরদুপুর, ভরসাঁজ, ভরপুর ইত্যাদি।
রাম	বড়/টি	দা, ছাগল, বোকা	রামদা, রামছাগল, রামবোকা ইত্যাদি।
স	সহ অর্থে বিশেষ অর্থে	লাজ, পরিবার, বর, ঠিক, টান	সলাজ, সপরিবার, সরব, সঠিক, সটান ইত্যাদি।
সু	ভাল অর্থে	নজর, খবর, দিন, ছাঁদ	সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুছাদ ইত্যাদি।
হা	অভাব অর্থে	হুতাশ, ঘরে, ভাতে	হা-হুতাশ, হাঘরে, তাভাতে ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

ক. নৈর্বিত্তিক প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

২। বাংলা উপসর্গ কয়টি?

ক. চারটি খ. বিশটি

গ. একুশটি ঘ. উনিশটি

৩। 'অনা' উপসর্গটি নিচের কোন শব্দে খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. অনাবৃষ্টি খ. অনাদর

গ. অনালোক ঘ. অনাচার

৪। 'আ' উপসর্গটি কোন শব্দে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. আধোয়া খ. আকাশ

গ. আবাছা ঘ. আলুনী

৫। 'উন' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?

ক. খারাপ অর্থে খ. ভাল অর্থে

গ. কম অর্থে ঘ. না অর্থে

৬। 'অ' উপসর্গযোগে কোন শব্দটি নিন্দিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. অচেনা খ. অঝর

গ. অজানা ঘ. অপয়া

খ. রচনামুলক প্রশ্ন :

১। বাংলা উপসর্গ কাকে বলে উদাহরণসহ লিখুন

ডান পাশ থেকে সঠিক উপসর্গ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক. আজ সারা দিন -------- বৃষ্টি হচ্ছে।

খ. সামনে -------- কালের দুটি মাস।

গ. ছেলেটি একেবারে -------- কলম।

ঘ. এমন -------- খুঁত কাজ দেখা যায় না।

ঙ. -------- নেতাদের যন্ত্রণায় সবাই অস্থির।

আ, অ, পাতি, ব, নি

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

২। গ ৩। ঘ ৪। খ ৫। গ ৬। ঘ

৭। ক. <u>অ</u>, খ <u>আ</u>, গ. <u>ব</u> ঘ. <u>নি</u>, ঙ. <u>পাতি</u>

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* সংস্কৃত উপসর্গ কাকে বলে তা লিখতে পারবেন।
* তৎসম উপসর্গ কয়টি ও কি কি তা লিখতে ও বলতে পারবেন।
* বিভিন্ন উপসর্গযোগে শব্দ গঠন করতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অনেক সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ঠিক তেমনি বহু সংস্কৃত উপসর্গও বাংলা ভাষায় শব্দ গঠন করতে ব্যবহার করা হয়, এগুলো সংস্কৃত উপসর্গ।

সংজ্ঞা :

যে সংস্কৃত অব্যয়বাচক শব্দাংশগুলো শব্দের পূর্বে বসে শব্দের অর্থের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে এই শব্দাংশগুলোকেই সংস্কৃত উপসর্গ বলে।

বাংলা ভাষায় মোট কুড়িটি সংস্কৃত উপসর্গ রয়েছে। এগুলো হল : প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।

উপসর্গ	কোন অর্থে ব্যবহৃত	শব্দ	উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ
প্র	উৎকৃষ্ট ও আধিক্য অর্থে	গাঢ়, চৎ, দ্বীপ, খ্যাত, সিদ্ধ, ভাব, গতি, স্থান, বেশ	প্রগাঢ়, প্রচৎ, প্রকার, প্রখ্যাত, প্রসিদ্ধ, প্রভাব, প্রগতি, প্রস্থান, প্রবেশ ইত্যাদি।
পরা	বিপরীত অর্থে আতিশয্য অর্থে	জয়, ভব, জিত, ক্রম	পরাজয়, পরাভব, পরাজিত, পরাক্রম, পরাকাষ্ঠা ইত্যাদি।
অপ	বিপরীত নিন্দার্থে	মান, কার, বাদ, কর্ম, কর্ষ, ব্যয়, হরণ, মৃত্যু	অপমান, অপকার, অপবাদ, অপকর্ম, অপকর্ষ, অপব্যয়, অপহরণ, অপমৃত্যু ইত্যাদি।
সম	সম্যকরূপ সম্মুখে	পূর্ণ, অর্পণ আগত, ভাষণ	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাপ্ত, সম্ভব, সমর্পণ, সমাগত, সম্ভাষণ ইত্যাদি।
নি	আতিশয্যে, অভাব, বিকৃত অর্থে	যুক্ত, গূঢ়, কর্ম, চল, হত	নিযুক্ত, নিগূঢ়, নিদাঘ, নিস্কর্মা, নিশ্চল, নিহত ইত্যাদি।
অব	নিন্দার্থে নিচে অর্থে শেষ অর্থে	হেলা, মাননা, ক্ষয় শেষ, লুপ্ত	অবহেলা, অবমাননা, অবক্ষয়, অবতরণ, অবরোহণ, অবশেষ, অবলুপ্ত ইত্যাদি।
অনু	পশ্চাৎ পুন পুন অর্থে	সরণ, গমন, তাপ, শোচনা, ক্ষণ, দিন	অনুসরণ, অনুগামী, অনুজ, অনুতাপ, অনুশোচনা, অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন,

	সাদৃশ্য		অনুরূপ, অনুকার, অনুবাদ ইত্যাদি।
নির	অভাব নিশ্চিত অর্থে বহিষ্কার	আশ্রয়, অক্ষর, অহঙ্কার, জীব, জন, বাক, ধারণ	নিরাশ্রয়, নিক্ষর, নিরহঙ্কার, নির্জীব, নির্জন, নির্বাক, নির্ধারণ, নির্ণয়, নিরাতিশয়, নির্গম, নির্বাসন, নিঃসরণ ইত্যাদি।
দুর	মন্দ অর্থে কষ্ট করে যা পাওয়া যায় অভাব	ভাগ্য, দশা, নাম, গতি, ব্যবহার	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম, দুর্গতি, দুর্লভ, দুর্গম, দু:সাধ্য দুর্ব্যবহার ইত্যাদি।
বি	বিশেষ অর্থে না অর্থে অভাব	জয়, জ্ঞান, শুষ্ক, শুদ্ধ, রাগ, বর্ণ, ফল, শৃঙ্খল	বিজয়, বিজ্ঞান, বিশুষ্ক, বিশুদ্ধ বিরাগ, বিস্মৃত, বিফল, বিশৃঙ্খল ইত্যাদি।
সু	সহজ অর্থে ভাল আতিশয্যে	গম, লভ, সাধ্য, কণ্ঠ, মতি, নীল, কঠিন, ধীর, নিপুণ, তীক্ষ্ণ, শীতল।	সুগম, সুলভ, সুসাধ্য, সুকণ্ঠ, সুমতি, সুনীল, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ, সুশীতল ইত্যাদি।
উৎ	উপর আতিশয্যে	ক্ষিপ্ত, থান, তপ্ত, ফুল্ল, ছল, কর্ষ	উৎক্ষিপ্ত, উত্থান, উত্তোলন, উত্তপ্ত, উৎফুল্ল, উচ্ছল, উৎকর্ষ ইত্যাদি।
অধি	আধিপত্য	কার, পতি, গত	অধিকার, অধিপতি, অধিগত ইত্যাদি।
পরি	পূর্ণতাবাচক	শেষ, পূর্ণ, সীমা, তৃপ্ত পক্ব	পরিশেষ, পরিপূর্ণ, পরিসীমা, পরিতৃপ্ত, পরিপক্ব ইত্যাদি।
প্রতি	সাদৃশ্য বিপরীত অর্থে পুনঃ পুনঃ অর্থে	মূর্তি, ধ্বনি, কৃতি, দান, বাদ, শোধ, পক্ষ, উত্তর, দিন, ক্ষণ, মুহূর্ত	প্রতিমূতি, প্রতিধ্বনি, প্রতিকৃতি, প্রতিদান, প্রতিবাদ, প্রতিশোধ, প্রতিপক্ষ, প্রত্যুত্তর, প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতিমুহূর্ত ইত্যাদি।
উপ	সামীপ্য সাদৃশ্য ছোট, নিন্দা অর্থে বিশেষ অর্থে	কুল, কণ্ঠ, বন, শহর, পত্নি, সাগর, নয়ন	উপকূল, উপকণ্ঠ, উপবন, উপশহর, উপপত্নি, উপগ্রহ, উপসাগর, উপনয়ন ইত্যাদি।
অভি	সম্যক গমন	ব্যক্ত, ভূত, বিজ্ঞ, নয়, সার, যান	অভিব্যক্ত, অভিভূত, অভিজ্ঞ, অভিনয়, অভিসার, অভিযান ইত্যাদি।
অপি		নিহিত	অপিনিহিত ইত্যাদি।
অতি	অতিশয় অতিক্রম	রঞ্জিত, কায়, বৃষ্টি, উজ্জ্বল প্রাকৃত, মানব	অতিরঞ্জিত অতিকায়, অতিশয়, অতিবৃষ্টি, অত্যুজ্জ্বল, অতিপ্রাকৃত, অতিমানব ইত্যাদি।
আ	পর্যন্ত ঈষৎ বিপরীত	কণ্ঠ, মৃত্যু, সমুদ্র, রক্ত, তপ্ত, ভাস, দান, গমন, বেগ	আকণ্ঠ, আমৃত্যু, আসমুদ্র আরক্ত, আতপ্ত, আভাস আদান, আগমন, আবেগ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

শূন্যস্থান পূরণ করুন (সংস্কৃত উপসর্গযোগে) :

১। কারো সম্পর্কে সম্পূর্ণ না জেনে ---------- বাদ দেয়া ঠিক নয়।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ একটি ---------- প্রাকৃত গল্প।

৩। এ দেখছি পাগলের ---------- লাপ।

৪। মেয়েটি ---------- খুঁত সেলাই করে।

৫। এ ---------- মানের, ---------- শোধ নেব।

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত উপসর্গকটি?

ক. একুশটি খ. বিশটি

গ. পনেরটি ঘ. বাইশটি

২। কোন শব্দটি সংস্কৃত উপসর্গযোগে গঠিত?

ক. অঘারাম খ. অনাবৃষ্টি

গ. গরমিল ঘ. পরাজয়

৩। উপনয়ন শব্দটিতে উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. বিশেষ খ.বিপরীত

গ. সমান ঘ. নিন্দা

৪। নিচের শব্দগুলো ভিন্ন উপসর্গযোগে ৫টি ভিন্ন শব্দ লিখুন:

হার, কার, গম, তাপ, ধান

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১. অপ, ২. অতি, ৩. প্র, ৪. নি, ৫. অপ, প্রতি,

১।খ ২।ঘ ৩।. ক

হার = প্রহার, বিহার, আহার, উপহার, পরিহার।

কার = আকার, বিকার, প্রকার, অনুকার, অধিকার।

গম = দুর্গম, সুগম, আগম, নির্গম, সংগম।

তাপ = পরিতাপ, অনুতাপ, প্রতাপ, উত্তাপ, সন্তাপ।

ধান = অভিধান, উপাধান, পরিধান, প্রধান, সমাধান।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

* বিদেশী উপসর্গ কাকে বলে তা লিখতে ও বলতে পারবেন।
* বাংলা ভাষায় কোন কোন বিদেশী ভাষার উপসর্গ ব্যবহৃত হয় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বহুদেশের মানুষের আগমন ঘটেছে। পরবর্তী সময়ে ভিনদেশী শাসকরা এদেশ শাসন করেছে। তাই বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি, ইংরেজি, ওলন্দাজ বহু ভাষার শব্দ প্রবেশ করেছে। উপসর্গের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কিছু বিদেশী উপসর্গের ব্যবহার বাংলা ভাষায় সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

সংজ্ঞা :

যে সব বিদেশী উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসে, নতুন শব্দ গঠন করে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত এই উপসর্গসমূহকে বিদেশী উপসর্গ বলে।

বাংলা ভাষায় বহু বিদেশী উপসর্গ রয়েছে।

আরবি উপসর্গ

উপসর্গ	কোন অর্থে ব্যবহৃত	শব্দ	উপসর্গযোগে শব্দ
খাস	বিশেষ অর্থে	মেহমান, কামরা, মহল	খাস মেহমান, খাস কামরা, খাস মহল
আম	সাধারণ অর্থে	জনতা, দরবার	আমজনতা, আমদরবার
গর	অভাব	মিল, রাজি, হাজির, পছন্দ	গরমিল, গররাজি, গরহাজির, গরপছন্দ
লা	না অর্থে	জওয়াব, পাত্তা	লাজওয়াব, লাপাত্তা, লাখেরাজ

ফারসি উপসর্গ

উপসর্গ	কোন অর্থে ব্যবহৃত	শব্দ	উপসর্গযোগে শব্দ
কার	কাজ অর্থে	খানা, বার, চুপি, সাজি	কারখানা, কারবার, কারচুপি, কারসাজি
না	না অর্থে	চার, রাজ, মঞ্জুর, শোখ, লায়েক, বালক, হক	নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক, নাবালক, নাহক
নিম	অল্প অর্থে	রাজি, হাকিম	নিমরাজি, নিমহাকিম
ফি	প্রতি অর্থে	দিন, হপ্ত, বছর, বার	ফি-দিন, ফিহপ্ত, ফি বছর, ফিবার
বদ	মন্দ অর্থে	মেজাজ, রাগি, হজম, নাম	বদমেজাজ, বদরাগি, বদহজম, বদনাম
বে	না অর্থে	তাল, জোড়, আদব, কার, আক্কেল	বেতাল, বেজোড়, বেআদব, বেকার, বেআক্কেল

ব	সাথে	মাল, নাম	বমাল, বনাম
কম	স্বল্প	বুদ্ধি, আক্কেল	কমবুদ্ধি, কম আক্কেল, কমবখত
দর	মধ্যস্থতা	দাম, খাস্ত	দরদাম, দরখাস্ত

ইংরেজী উপসর্গ

সাব	অধিন	ডেপুটি, জজ, ইন্সপেক্টর	সাব-ডেপুটি, সাব-জজ, সাব-ইন্সেপেক্টর
হাফ	অর্ধ	হাতা, স্কুল, গেরস্ত, কাজ	হাফহাতা, হাফ স্কুল, হাফগেরস্ত, হাফকাজ
ফুল	সম্পূর্ণ	বাবু, শার্ট, টিকেট	ফুলবাবু, ফুলশার্ট, ফুলটিকেট
হেড	প্রধান	মাস্টার, বাবুর্চি, পণ্ডিত	হেডমাস্টার, হেডবাবুর্চি, হেড পণ্ডিত

হিন্দি উপসর্গ

হর (প্রতিদিন) হররোজ, হরমাহিনা, হরহপ্তা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

১। বিদেশী উপসর্গ কাকে বলে দুটি উদাহরণসহ লিখুন।

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোন শব্দটি বিদেশী উপসর্গযোগে গঠিত?

ক. পরিবেশ খ. বেহাল

গ. প্রত্যহ ঘ. নির্ঝর

২। নিচের কোন শব্দটি ফারসি উপসর্গের উদাহরণ?

ক. কারবার খ. ফুলবাবু

গ. আমদরবার ঘ. খয়ের

৩। কোনটি আরবি উপসর্গের উদাহরণ?

ক. সাব-জজ খ. গরমিল

গ. হররোজ ঘ. কমজোর

সঠিক বিদেশি উপসর্গ যোগে শূণ্যস্থান পূরণ করুন :

১। মাহফুজের ------ খাস্ত ------ মঞ্জুর হয়েছে।

২। এই গরমে ------ শার্ট খুলে ------ শার্ট পরে নাও।

৩। ------ খানাটি, কর্মকর্তাদের ------ চুপিতে বন্ধ হয়ে গেছে।

৪। ------ হপ্ত এক কাজ করতে ভাল লাগে না।

৫। এই ------ নসিব মহিলার স্বামী অত্যন্ত ------ মাশ।

৬। লোকটি ------ হামেশা এখানে বসেন।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভাল করে পড়ুন।

উত্তর

১। খ ২। ক, ৩। খ

১। দর, না, ২। ফুল, হাফ, ৩। কার, কার, ৪। ফি ৫।. বদ, বদ ৬।্ হর

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির দুটো করে উদাহরণ দিন।

২. বাংলা ভাষায় উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা কেন উদহারণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. নিচের শব্দগুলো প্রত্যেকটির তিনটি ভিন্ন উপসর্গযোগে নতুন অর্থবোধক শব্দ তেরি করে বাক্যরচনা করুন: শ্বাস, লয়, বাস, বাদ, মান।

৪. নিচের শব্দগুলো থেকে বাংলা, সংস্কৃত ও বিদেশী উপসর্গ যুক্ত শব্দ পৃথক করে দেখান:

প্রণাম, আলুনি, অবেলা, বেহাল, নিখুঁত, গরমিল, সম্পূর্ণ, নিযুক্ত, আজন্ম, পরিপক্ব, খোশ মেজাজ, হরবোলা।

৫. উপসর্গের স্বাধীন অর্থ নেই, কিন্তু নতুন অর্থ সৃষ্টির গুণ আছে। উদাহরণসহ উক্তিটির সভ্যতা যাচাই করুন।

৬. নিচের শব্দগুলো দেয়া হল, বাক্য রচনা নিজে তৈরি করুন।

শ্বাস : বিশ্বাস, নিঃশ্বাস, আশ্বাস

বাদ : অপবাদ, প্রতিবাদ, বিবাদ

লয় : আলয়, প্রলয়, নিলয়

বাস : আবাস, নিবাস, প্রবাস, উপবাস

খান : অপমান, অভিমান, অভিযান

নিজেরা আরও উপসর্গযোগে শব্দ চিন্তা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়নের উত্তরগুলো সব পাঠ পড়ে নিজের চেষ্টায় তৈরি করুন।